

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১২১০

১/ বিবিধ

আরবী

أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ، أَوْ ثَلَاثًا مَبْهَمَةً، لَمْ تَحُلْ لَهُ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
ضعيف

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (7/336) وَالتَّبْرَانِيُّ فِي "الْمَعْجَمِ الْكَبِيرِ" (رَقْمٌ - 2757) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمِيدٍ الرَّازِيِّ: نَا سَلْمَةَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: "كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: لَتَهْنَأُ الْخُلَافَةُ! قَالَ: بِقَتْلِ عَلِيٍّ تَظْهَرِينَ الشَّمَاتَةَ! اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، يَعْنِي ثَلَاثًا، قَالَ: فَتَلَفَعْتُ بَثْيَابَهَا وَقَعَدْتُ حَتَّى قَضَيْتُ عِدَّتَهَا، فَبِعْتُ إِلَيْهَا بِبَقِيَّةِ بَقِيَّتِ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا، وَعَشْرَةَ آلَافٍ صَدَقَةً، فَلَمَّا جَاءَهَا الرِّسُولُ قَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ، فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا بَكَى ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي، أَوْ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ: (فَذَكَرَهُ) لَرَأَجَعْتُهَا قُلْتُ: وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ جَدًّا، وَلَهُ عِلَّتَانِ

الْأُولَى: سَلْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ الْأَبْرَشُ الْقَاضِي، قَالَ الْحَافِظُ: صَدُوقٌ كَثِيرُ الْخَطَأِ وَالْأُخْرَى: مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ الرَّازِيِّ، قَالَ الْحَافِظُ: حَافِظٌ ضَعِيفٌ، وَكَانَ ابْنُ مَعِينٍ حَسَنَ الرَّأْيِ فِيهِ

قُلْتُ: بَلْ هُوَ ضَعِيفٌ جَدًّا، كَمَا يَتَبَيَّنُ لِمَنْ رَاجَعَ أَقْوَالَ أُمَّةِ الْجَرَحِ فِيهِ، وَلِهَذَا قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي "الضَعْفَاءِ": قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: كَذَابٌ، وَقَالَ صَالِحٌ: مَا رَأَيْتُ أَحْذَقَ بِالْكَذْبِ

منه ومن الشاذكوني

قلت: ولا يتقوى هذا الإسناد بقول البيهقي عقبه: وكذلك روي عن عمرو بن شمر، عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة وذلك لأن عمرو بن شمر متهم، قال البخاري: منكر الحديث وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة، ويروي الموضوعات عن الثقات قلت: إذا تبين ذلك، فمن العجيب ما نقله الشيخ زاهد الكوثري في كتابه "الإشفاق على أحكام الطلاق" (ص 24) عن الحافظ ابن رجب الحنبلي عقب هذا الحديث، فقال: "وإسناده صحيح، قاله ابن رجب الحنبلي الحافظ بعد أن ساق هذا الحديث في كتابه (بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة) فإن صح هذا النقل عن ابن رجب فإنها زلة فاحشة منه، وإلا فالكوثري معروف لدى المحققين من أهل العلم باتباعه لهو اه في كثير مما ينقل، أويحكم، ومن ذلك الحديث الآتي بعده.

وقصة إمتاع الحسن امرأته وقولها: "متاع قليل" لها طريقان آخران عند الطبراني (2561 و 2562)

বাংলা

১২১০। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়য চলা অবস্থায় তিন ত্বলাক (তালাক) দিবে, অথবা অস্পষ্টভাবে তিন ত্বলাক (তালাক) দিবে, তার জন্য সে স্ত্রী সেই সময় পর্যন্ত হালাল হবে না যে পর্যন্ত সে অন্য কোন ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে বিবাহ না করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম বাইহাকী (৭/৩৩৬) ও ত্ববারানী “আল-মুজামুল কাবীর” গ্রন্থে (২৭৫৭) মুহাম্মাদ ইবনু হুমায়েদ রাযী হতে, তিনি সালামাহ ইবনুল ফাযল হতে, তিনি আমর ইবনু আবী কায়েস হতে, তিনি ইবরাহীম ইবনু আদিল আ’লা হতে, তিনি সুওয়াইদ ইবনু গাফলা হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ দুটি কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বলঃ

১। সালামাহ্ ইবনুল ফাযল হচ্ছেন আবরাশ আল-কাযী, তার সম্পর্কে হাফিয় ইবনু হাজার বলেনঃ তিনি সত্যবাদী তবে বহু ভুলকারী।

২। মুহাম্মাদ ইবনু হুমায়েদ রাযী, তার সম্পর্কে হাফিয় ইবনু হাজার বলেনঃ তিনি দুর্বল হাফিয়, ইবনু মাঈন তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করতেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ বরং তিনি যে খুবই দুর্বল তা স্পষ্ট হবে সেই ব্যক্তির কাছে যে তার সম্পর্কে ইমামগণের মন্তব্যগুলো জানবেন। এ কারণেই হাফিয় যাহাবী “আয-যুয়াফা” গ্রন্থে বলেনঃ আবু যুর'য়াহ বলেনঃ তিনি মিথ্যুক। সালেহ বলেনঃ মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে তার এবং শায়কুনীর চেয়ে বেশী দক্ষ অন্য কাউকে দেখিনি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ইমাম বাইহাকীর নিম্নোক্ত কথার দ্বারা হাদীসটির সনদ শক্তিশালী হয় নাঃ

অনুরূপভাবে হাদিসটি আমার ইবনু শামর- ইমরান ইবনু মুসলিম ও ইবরাহীম ইবনু আদিল আ'লা হতে, আর তারা দু'জন সুওয়াইদ ইবনু গাফলা হতে বর্ণনা করেছেন।

কারণ, আমার ইবনু শামর মিথ্যা বলার দোষে দোষী। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। নাসাঈ ও দারাকুতনী প্রমুখ বলেনঃ তিনি মাতরুকুল হাদীস। ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি একজন রাফেযী (শীয়াহ) তিনি সাহাবীদেরকে গালি দিতেন এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করতেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটির সনদ সম্পর্কে উপরোক্ত বিষয়গুলো যখন স্পষ্ট তখন শাইখ যাহেদ কাওসারী কর্তৃক তার “আল-ইশফাক আলা আহকামিত ত্বলাক (তালাক)” গ্রন্থে (পৃঃ ২৪) হাফিয় ইবনু রাজাব হাম্বালীর উদ্ধৃতিতে নিম্নোল্লিখিত বক্তব্যতে আশ্চর্য হতে হয়ঃ

হাফিয় ইবনু রাজাব হাম্বালী তার "বায়ানু মুশকিলিল আহাদীসিল অরিদাহ ফী আন্নাত ত্বলাকাস সালাসা অহিদাতুন" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেনঃ হাদীসটির সনদ সহীহ।

ইবনু রাজাবের উদ্ধৃতিতে এ বর্ণনা যদি সঠিক হয় তাহলে তা হচ্ছে তার থেকে একটি সুস্পষ্ট পদস্থলন। আর যদি তা না হয় তাহলে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের নিকট কাওসার যে তার বহু উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে নিজ মনোবৃত্তির অনুসরণ করেছেন অথবা সমাধান দিয়েছেন এটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি সামনের হাদীসটির ক্ষেত্রে করেছেন।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72089>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন